

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

219307 - যারা মলিাদুননবী পালনকে মুস্তাহাব মনে করেন তাদের নিকট সটে শিরয়ি ইবাদত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জানি, ইসলামে ইবাদত হিসেবে যা কিছু নব উদ্ভাবন করা হয় সটো- বদিআত। এটা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা মলিাদকে বদিআত বলছি কেন? মলিাদ একটি সাধারণ অনুষ্ঠান; এর সাথে ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই। কটে কটে দললি দনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য শুধু দুইটি ঙ্গিদ বা উৎসবের বধিান দিয়েছেন। এ দুইটি ঙ্গিদ ছাড়া আর কোন উৎসব উদযাপন করা যাবে না। আমি এখানে পুনরায় বলতে চাই- মলিাদ একটি সাধারণ অনুষ্ঠান; এতে তো কোন ইবাদত সম্পর্কিত কোন রওয়াজ রীতি নেই। এটি অন্য যে কোন জন্মদবিস পালনের মত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। নবীর মলিাদ বা জন্মদবিস পালন নছিক কোন অনুষ্ঠান নয় যে, এর সাথে ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যারা পালন করে তাদের কাছে এটি “ধর্মীয় ঙ্গিদ বা উৎসব” তারা আল্লাহর নকৈট্য লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করে। এর ব্যাখ্যা নমিনে তুলে ধরা হলো। এক:

যারা এটি পালন করে তারা নবীর ভালবাসা থেকে পালন করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত, এটি ইসলামের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি। সুতরাং এ চতেনা থেকে যা পালন করা হয় সটো নঈসন্দহে ইবাদত হিসেবেই পালন করা হয়। তাই বলা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, বেশি সম্মান করতেন, তাঁর অধিকার সম্পর্কে পরবর্তীদরে চয়ে বেশি ওয়াকবিহাল ছিলেন। সুতরাং তাঁদের নিকট যা কিছু দ্বীনরে অংশ ছিল না; সটো তাঁদের পরও দ্বীন হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ ভিত্তি দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তদিরে বপিক্ষে দললি পশে করছেন যারা মসজদিগে গোল হয়ে বসে সম্মিলিতভাবে পাথর টুকরা দিয়ে গুণে গুণে যকিরি করা শুরু করছেন; ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ; তোমরা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্মের চয়ে উত্তম কোন প্রজন্মের মধ্যে আছ? নাকি তোমরা পথভ্রষ্টতার দরজা উন্মোচন করছ!! তারা বলল: আবু আব্দুর রহমান, আমাদের উদ্দেশ্য নকেরি কাজ করা। তনি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বললেন: কত লোক এমন আছে যে ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু সঠিক দিশা পায় না। [সুনানে দারেমী ২১০]

দুই:

প্রতি বছর নরিদযিট কোন মটসুম উদযাপন করাটাই ঈদ বা উৎসব। এটি ধর্মীয় নদির্শন। এ কারণে দেখা যায় ধর্মাবলম্বীরা তাদের উৎসব পালনকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং সটো উদযাপন করে।

শাইখ নাসরে আল-আকল (হাফযিহুল্লাহ) বললেন:

ঈদ বা উৎসব ধর্মীয় নদির্শন ও ইবাদত; যমেন- কবিলা, নামায, রোজা। এগুলো নছিক অভ্যাস নয়। এসব ক্ষত্রে কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও অনুকরণ অতি মারাত্মক ও ভয়াবহ। অনুরূপভাবে যে উৎসব পালন করার বধিান আল্লাহ দনেনি সটো জারী করা মানে আল্লাহর নাযলিক্ত ওহরি বাইরে গযি়ে বধিান দযো, আল্লাহর নামে ইলম ছাড়া কথা বলা, তাঁর নামে মথিযাচার এবং ধর্মের মধ্যে নবআবযিকার। [ইকতদিউস সরিাতলি মুস্তাকমি, পৃষ্ঠা-৫৮ থেকে সমাপ্ত]

তনি:

আবু দাউদ (১১৩৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তনি বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনীয় এলেন সে সময় মদনিবাসীরা বিশিষে দুটি দিনে খলোধুলা করত। (তা দেখে) তনি বললেন: “এ দুটি দিনের বিশিষেত্ব কি?” তারা বলল: আমরা জাহলী যুগেও এ দুটি দিনে খলোধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন: “আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরবির্তে আরও ভাল দুটি দিন দযিচ্ছেন- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফতির।” [আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

যদি কোন উৎসব পালন অভ্যাসগত ব্যাপার হত, এর সাথে ইবাদতের কোন সম্পর্ক না থাকত, কাফরেদের সাথে সাদৃশ্যের কোন বিষয় না থাকত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে খলোধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে দতিনে। যহেতে বধিে খলোধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে কোন অসুবধিা নহে। সুতরাং খলোচ্ছলে কোন উৎসব উদযাপন করা থেকে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন, যে উদযাপনের মধ্যে নকৈট্য বা উপাসনার কছি ছিল না অতএব, নকৈট্য ও ইবাদতের নয়িত, বা এর সাথে সম্পৃক্ত হয় অথবা এর উপর ভিত্তি করে যদি সটো উদযাপন করা হয় তাহলে সটোর হুকুম কি হতে পারে? যখনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের বিষয়ের মধ্যে নতুন কছি চালু করে যা এতে নহে সটো প্রতযাখ্যাত।” [সহহি বুখারী (২৬৯৭) ও সহহি মুসলমি (১৭১৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আরও জানার জন্য [10843](#) ও [128530](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।